ইবিতে ফের র‍্যাগিং

'সন্ধ্যায় একই স্থানে না এলে আলাদা রুমে ডেকে নিয়ে যাবো'

ইবি সংবাদদাতা

প্রকাশিত: ২০:২৬, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু হয় গত ২ সেপ্টেম্বর। এর মধ্যেই র‍্যাগিং সংক্রান্ত একটি অভিযোগ জমা পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে। অভিযোগ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগের এক ছাত্র।

গত ২, ৩ ও ৫ সেপ্টেম্বর তাকে কয়েক দফায় র‍্যাগিং করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন ভূক্তভোগী। র‍্যাগিংয়ের পর গত ৫ সেপ্টেম্বর আতঙ্কিত হয়ে বাড়ি চলে যান ওই ছাত্র। একইদিনে ওই ছাত্রের বাবা ওসমান গণি শওকত রেজিস্ট্রার বরাবর ই-মেইলে অভিযোগ করেন।

এতে তিনি তার ছেলেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবেন কি-না এ বিষয়ে সাহায্য চান। পরে শনিবার ভুক্তভোগী ও তার বাবা ক্যাম্পাসে এসে রেজিস্ট্রার, ছাত্র উপদেষ্টা, প্রক্টর ও বিভাগের সভাপতি বরাবর ছয় পৃষ্ঠার লিখিত অভিযোগ দেন ভূক্তভোগী নবীন ছাত্র। একই বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শুভ, মিজানুর ইমন, পুলক, আকিব, সাকিবসহ আরো কয়েকজন এ ঘটনায় জড়িত বলে ভূক্তভোগী লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করেছেন।

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে রবিবার পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেছে কর্তৃপক্ষ। কমিটিকে আগামী ৭ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়। এতে ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন অধ্যাপক সাইফুল ইসলামকে আহ্বায়ক ও একাডেমিক শাখার উপ-রেজিস্ট্রার (শিক্ষা) আলীবদ্দীন খানকে সদস্য সচিব করা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. শেলীনা নাসরীন, আইন প্রশাসক অধ্যাপক ড. আনিচুর রহমান ও সহকারী প্রক্টর মিঠুন বৈরাগী। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) এইচ এম আলী হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

লিখিত অভিযোগ সূত্রে, গত ২ সেপ্টেম্বর প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরুর পর কয়েকজন শিক্ষার্থী নবীনদের জিমনেসিয়ামের পেছনে নিয়ে পরিচয়পর্বের নামে র‍্যাগিং করেন। এ সময় 'ঠিক সন্ধ্যা সাতটায় একই স্থানে আসবি, না আসলে আলাদা রুমে ডেকে নিয়ে যাবো' বলে ফের একই স্থানে আসার নির্দেশ দেন অভিযুক্তরা। সেই দিন সাদ্দাম হোসেন হলের মাঠে ৭টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা তাদের আটকে রেখে হ্যানস্তা, অকথ্য গালিগালাজসহ বিভিন্নভাবে র‍্যাগিং করেন। পরের দুইদিন অর্থাৎ ৩ ও ৫ সেপ্টেম্বরেও তাদের র‍্যাগিং করেন অভিযুক্তরা। সে দিন ভয় পেয়ে ভূক্তভোগী রাতেই বাড়ি চলে যান। ওই দিন অভিযোগকারী ছাত্রের বাবা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে ই-মেইলের মাধ্যমে অভিযোগ করেন এবং সাহায্য প্রার্থনা করেন। এতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের আশ্বাস তিনি ভূক্তভোগী ও তার বাবা ক্যাম্পাসে আসেন এবং লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

ভূক্তভোগীর বাবা শওকত কলেন, 'আমার ছেলের সাথে যা হচ্ছিল প্রথম দিন থেকেই আমি জানতাম। আমার ছেলে ফোনে আমাকে সব জানিয়েছে। তাই আমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে সাহায্য চেয়ে রেজিস্ট্রারের কাছে ই-মেইল করে। এর মধ্যে ৫ সেপ্টেম্বর আমার ছেলে ভয় পেয়ে বাড়ি চলে আসে। আমি ছেলেকে আবার ক্যাম্পাসে পাঠাতে ভয় পাচ্ছিলাম। পরে প্রশাসন আমাকে আশ্বস্ত করলে ক্যাম্পাসে ছেলেকে রেখে আসি।'

এদিকে অভিযুক্তরা বলেন, 'আমরা তাদের ডাকছিলাম। তবে তেমন কিছু হয়নি। লিখিত অভিযোগে উল্লেখিত বিষয়গুলো বানোয়াট। আমাদের ফাঁসানোর উদ্দেশ্যে এসব কথা লেখা হয়েছে।'

অ্যান্টি র‍্যাগিং ভিজিল্যান্স কমিটির আহ্বায়ক ও প্রক্টর অধ্যাপক ড. শাহাদৎ হোসেন আজাদ বলেন, 'র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে আমরা শক্ত অবস্থানে আছি। ভূক্তভোগীর লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। প্রমাণ পেলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ (দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য) অধ্যাপক ড. আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া বলেন, 'র‍্যাগিংয়ের ঘটনায় আমরা লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। ভূক্তভোগী অভিযোগে যেসব কথা উল্লেখ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে এসব মোটেও কাম্য নয়। ইতোমধ্যে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। সত্যতা প্রমাণিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

প্রসঙ্গত, গত ফেব্রুয়ারিতে র‍্যাগিংয়ের ঘটনায় ২১ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ ছাত্রীকে স্থায়ী বহিষ্কার করে কর্তৃপক্ষ। গত ২ সেপ্টেম্বর ইবির ২০২২-২৩ বর্ষের স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু হয়। ক্লাস শুরুর আগেই র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করে শক্ত অবস্থানে আছেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। কোনো শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ প্রমাণিত হলে ছাত্রত্ব বাতিল হতে পারে বলেও জানায় কর্তৃপক্ষ। এরপর থেকে ক্যাম্পাস সহ কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় র‍্যাগিংয়ের ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ রয়েছে।